১০-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা এসেছেন তোমাদের ভক্তির ফল প্রদান করতে, ভক্তির ফল হল জ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি লাভ হয় ।"

প্রশ্ন :- এই ব্রাহ্মণ কুলে বড় কাকে বলবে? তার লক্ষণ কি কি হবে ?

উত্তর :- ব্রাহ্মণ কুলে বড়র থেকে বড় তিনি হবেন যিনি খুব ভালো সেবা (সার্ভিস) করেন । যাঁর সর্বদা নিজের উন্নতির চিন্তা(খেয়াল) থাকে, যিনি পড়াশোনা করে খুব তীব্র গতিতে এগিয়ে যান । এমন মহাবীর বাচ্চারা নিজের তন - মন - ধন সব কিছু ঈশ্বরীয় সেবাতে দিয়ে সফল করে । নিজের চাল চলনে খুব সতর্ক থাকে ।

গীত:- তুমি তো রাত্রিকাল নষ্ট করেছো ঘুমিয়ে.. দিনমান নষ্ট করলে খেয়ে....

ওম্ শান্তি । এই গানটা বেঠিক (incorrect) । এই দুনিয়ায় তোমরা যা কিছু শোনো সব বেঠিক অর্থাৎ মিথ্যা । বাবা বসে বসে বোঝাচ্ছেন, হে! ভারতবাসী বাচ্চারা, যারা তার সামনে আছে, তাদেরকে বলছেন । তোমরা এখন জেনেছো যে, ওটা হল ভক্তিমার্গ । বেদ, শাস্ত্র, উপনিষদ ইত্যাদি কতসব ভক্তি মার্গে থেকে জন্ম জন্মান্তর ধরে পড়ে আসছো । গঙ্গা স্নান করে আসছ, জিজ্ঞেস করো, এই কুম্ভ মেলা কবে থেকে শুরু হয়েছে? তাহলে বলবে যে এতো অনাদি কাল থেকে চলে আসছে । কবে থেকে হচ্ছে? এটা তো বলতে পারবে না । ওদের তো এটা জানা নেই যে ভক্তি মার্গ কবে থেকে শুরু হয়েছে । ওরা তো কল্পের আয়ু উল্টো করে দিয়েছে । বলা হয় শাস্ত্রে লেখা আছে যে, ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত । এটা তো গীতাতে আছে । এবার বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমাদের ব্রাহ্মণদের দিন আর রাত্রি হল বেহদের । অর্ধকল্প দিন আর অর্ধকল্প রাত্রি । সমান সমান হওয়া জরুরী । অর্ধকল্প থেকে ভক্তি মার্গ শুরু হয়, এটা কেউ জানে না । সোমনাথ মন্দির কবে তৈরি হয়েছে? প্রথমে তো সোমনাথ মন্দির তৈরি হয়েছে -- অব্যাভিচারী ভক্তির জন্য। তোমরা জানো যে অর্ধকল্প পুরো হলে ব্রহ্মার রাত্রি শুরু হয় । লক্ষ বছরের ব্যাপার হতে পারে না । বলা হয় ১৩০০ -১৪০০ বছর পার হয়েছে হয়তো যখন মুহাম্মদ গজনী মন্দিরের সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যায় । তোমরা এখন ভাবছো যে এই পুরানো দুনিয়ার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, আরো অন্যান্য ধর্মের লোকেরা আসে, সে সব বাই প্লট ("by plot") এর মধ্যে আসে । এখন তো তাদেরও অন্তিম কাল। তমোপ্রধান হয়ে আছে । কত প্রকারের আছে । সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী আছে, দুই কলা কম হলে পরে অন্য ভ্যারাইটি (variety) আসে । এই সময়টা হল ভক্তি মার্গের । জ্ঞানের দ্বারাই দিন হয়, সুখ আসে । ভক্তির দ্বারা রাত্রি হয়, দুঃখ আসে । যখন ভক্তি পুরো হয়ে যায় তখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয় । জ্ঞান দান করেন একমাত্র জ্ঞানের সাগর বাবা । উনি কখন আসবেন, শিব জয়ন্তী কখন পালন করা হয়, এটা তো কেউ জানে না ।

এখন তোমাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে কত সময় অবধি ভক্তি চলে, তারপর জ্ঞান কখন প্রাপ্ত হয় । অর্ধকল্প ধরে এই ভক্তি মার্গ চলে আসছে । সত্যযুগে , ত্রেতাযুগে এই ভক্তি মার্গের চিত্র ইত্যাদি কিছুই হয় না । ভক্তির অংশমাত্র থাকে না । এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, তাই ভগবানকে আসতে হবে । মধ্যে কেউ ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারে না । বলা হয় যে জানি না কোন্ রূপে

ভগবানকে পাবো ? গীতার ভগবান যদি কৃষ্ণ হয়, তাহলে উনি কবে আসবেন--- রাজযোগ শেখাতে? মানুষ কিছু জানে না । ভক্তি মার্গ একদম পৃথক। জ্ঞান একদম আলাদা । গীতাতে আছে ভগবানুবাচ । গাওয়াও হয়, পতিত পাবন এসো । একদিকে ডাকতে থাকে, আর একদিকে গঙ্গা স্নান করতে যাচ্ছে । নিশ্চিত কিছু জানা নেই যে পতিত পাবন পরমাত্মা কে?বাচ্চারা তোমাদের এখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে । তোমরা এখন জানো যে তোমরা যোগবলের দ্বারা সদগতি প্রাপ্ত করো । বাবা বলেন যে, -- " মামেকম " স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি — পতিত পাবন বাবা বলছেন যে, আমি ৫ হাজার পূর্বে এমনই বলেছিলাম যে, হে বাচ্চারা দেহ সহ সব সম্পর্ক থেকে বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন করে আমাকে স্মরণ করো । এই হল "গীতার " মহাবাক্য । কিন্তু "গীতা " আমি কবে শুনিয়ে ছিলাম তা কেউ জানে না। আমি বলছি যে ৫ হাজার বছর পূর্বে আমি তোমাদের" গীতা" শুনিয়ে ছিলাম । বর্তমান সময়ে পুরো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী ঝাড় জরাজীর্ণ অবস্থায় পৌঁছে গেছে । এখন বাবা এসে তোমাদের ড্রামার আদি - মধ্য - অন্ত, এসব চক্রের রহস্য বুঝিয়েছেন । বাবা তো নিশ্চয়ই অন্তিম কালে আসবেন, তাই না । তোমরা তো জানো যে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ কেমন করে হচ্ছে । এখন তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা কেমন করে নতুন দুনিয়ার, স্বর্গের মালিক হবো । এই যদি রাজযোগ তাহলে আমরা প্রজা কেন হব । মাম্মা, বাবা যদি রাজা রানী হন তাহলে আমরা কেন রাজা রানী হব না? মাম্মা তো অল্প বয়সী ছিলেন, আর বাবা তো বৃদ্ধ ছিলেন তাসত্ত্বেও সবার থেকে অনেক বেশী পড়াশোনা করতেন । মুখে খুব ধার থাকা চাই । বাবা বলেন, কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো, যতটা সম্ভব হতে পারে। আর বাদবাকি সব কিছু ভুলে যাও । পুরানো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য । যেমন নতুন বাড়ি হলে পরে বুদ্ধি ওইদিকে চলে যায় তেমনই । এটা তো চোখে দেখা যায় । এই সব বুদ্ধির দ্বারা জানতে পারো ।অনেকের সাক্ষাৎকারও হয় । বৈকুন্ঠকে সবসময় স্বর্গ, প্যারাডাইস বলা হয় । নিশ্চয়ই কখনো এই সমস্ত ছিল । এখন আর নেই । এখন তো তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য রাজযোগ শিখছো । সর্বপ্রথম মুখ্য কথা হল এই যে -- শিব ভগবানুবাচ । কৃষ্ণ তো ভগবান হতে পারেন না । উনি তো পুরো ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন । ভগবান তো জন্ম - মরণের চক্রে আসেন না, এটা একদম পরিষ্কার । কৃষ্ণের সেই রূপ যা সত্যযুগে ছিল সেটা তো আবার হবে না । পুণর্জন্ম নিতে নিতে নাম রূপ বদলে যায় । এই সময় সেই আত্মাও তমোপ্রধান হয়ে আছে । কেউ কেউ বলে যে কৃষ্ণ দ্বাপরে ছিলেন, কিন্তু ওঁনার সেই রূপ তো দ্বাপরে হতে পারে না । দ্বাপরে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে আসতে পারেন না । কৃষ্ণ তো সত্যযুগেই থাকেন । ওনাকে পতিত পাবন বলা যায় না । "গীতার " ভগবান কৃষ্ণ নয়, শিব । উনি নিশ্চিত ভাবে আসেন । শিব জয়ন্তীও হয়, নিশ্চিত ভাবে কোনো দেহ রথে প্রবেশ করেন । স্বয়ং তিনি বলেনও যে আমি সাধারণ দেহ তে আসি, যাঁর নাম ব্রহ্মা রাখি । ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা করা হয় । মহাভারতের লড়াই সামনে উপস্থিত । এই কথা খুব ভালো ভাবে বুদ্ধিতে স্মরণ করে রাখতে হবে । বুদ্ধিতে এটা রাখা দরকার যে আমরা স্টুডেন্ট । বাবা পড়াচ্ছেন । আর অল্প সময় বাকি আছে । তারপর বাবা আমাদের ফেরত নিয়ে যাবেন । যে নিজেকে উঁচু বানাবে সে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । কিন্তু মায়া এমন যে সে তোমাদের সব কিছু শেষ করে দেয় । অনেক বাচ্চাদের সেবা কাজের(সার্ভিস) খুব সদিচ্ছা থাকে । ছোট ছোট গ্রামে প্রজেক্টর নিয়ে সেবা কাজ করেন । অনেক প্রজা বানালে পরে স্বয়ং নিশ্চয়ই রাজা হবে । গৃহস্থ সংসারে থাকলেও খুব পবিত্র থাকতে হবে । অনেক পরিশ্রম করতে হবে । মাতা-রা পবিত্র হতে গেলে পতিগণ তা হতে দেয় না, তার কারণে ঝগড়া চলতে থাকে । সন্ন্যাসীরা স্বয়ং পবিত্র হবার জন্য স্ত্রীদের ত্যাগ করে দেন । তার জন্য ওঁদের কেউ

কিছু বলে না, বলে না যে, নিজের রচনা কেন ছেড়ে পালিয়েছেন । পবিত্র হওয়ার জন্যে এই ব্যাপারে কেউ মানা করতে পারে না । আমরা কাউকে ঘর পরিবার ছাড়তে বলি না । কেবল বলি তোমরা পবিত্র থাকো, এর জন্যে কোনো নিষেধ কেন থাকবে । কিন্তু এই সব কথা বলার জন্য অনেক সাহস থাকা দরকার । ভগবানুবাচ -- তোমরা পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে । এর জন্যে পরিস্থিতি খুব মজবুত হওয়া উচিত। মোহ, ইত্যাদি থাকা উচিত নয়, যা কিনা স্মরণে আসতে থাকে । বুদ্ধিযোগ কুটুম্ব পরিবারের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে, এই জন্যই সেবা কাজের যোগ্য হতে পারে না । এখানে তো বেহদের(অসীম) সন্ন্যাস চাই । এখানে তো কবরখানা(graveyard) হয়ে আছে । আমাদের স্মরণ করতে হবে -- বাবাকে । উনি আমাদের পরিস্থানে নিয়ে যাবেন। এই ব্রাহ্মণ কুলে যিনি খুব ভালো সেবা কাজ(সার্ভিস) করেন , তিনি বড় হন । তাদের প্রতি অনেক সম্মান দেখানো উচিত, ওনাদের মতো সার্ভিস করা উচিত তাহলেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে । এখন তো তোমাদের নিজেদের উন্নতি সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে । আমাদের দেখতে হবে যে আমরা বাবার থেকে বর্সা(অধিকার) প্রাপ্ত করার মতো যোগ্য হয়েছি কিনা! বাবা এসেছেন পবিত্র বানিয়ে আমাদের সাথে করে নিয়ে যাবেন । উনি কেমন করে তোমাদের প্রত্যাখান(reject) করবেন? যখন বাবা সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, তখন সবাই বলে, "আমি তো মহারানী হবো" । তাই তো ওইরকম চাল চলন হওয়া উচিত । অনেক ভালো বাচ্চারাও আছে । কিন্তু যে পুরুষার্থ করবেই না তাহলে সে কি পদ প্রাপ্ত করবে । প্রত্যেকটা ব্যাপারে পুরুষার্থের দ্বারা প্রালব্ধ পাওয়া যায় । কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তারপর ঠিক হয়ে যাওয়ার পর দিন রাত তীব্র পুরুষার্থ করে, পড়াশোনা করে অনেক এগিয়ে হয়ে যায়। এখানেও সেবা কাজে যুক্ত থাকতে হবে । বাবা সার্ভিসের অনেক যুক্তি জানিয়েছেন । প্রদর্শনীতে বোঝাবার অভ্যাস করো ।

বাবা তো বলেন নিজের উন্নতি করে জীবন বানাও ।এই খেয়াল থাকা উচিত যে আমি কতটা সার্ভিস করছি, কতজনকে নিজের মতো বানিয়েছি ।কাউকে যদি নিজের মতো না বানানো যায় তাহলে উচ্চ পদ কেমন করে প্রাপ্ত হবে। তারপর মনে হয় প্রজা হয়ে যাবে অথবা দাস দাসী হয়ে যাবে । অনেক সার্ভিস পড়ে আছে । এখন তোমাদের ঝাড় ছোট আছে । মজবুত নয় । ঝড় তুফান আসলে পরে কাঁচা অবস্থাতেই ভেঙে যাবে । মায়া খুবই হয়রান করে । মায়ার কাজই হচ্ছে বাবার থেকে বিমুখ করানো । যখন এগিয়ে যেতে যেতে অশুভ লক্ষণ সমুহ (omen, গ্রহের দশা) সরে যায়, তখন বলা হয় যে বাবা এখন আমরা আপনার থেকে পুরো বর্সা (অধিকার) নেবো । তন- মন-ধন দিয়ে পুরো সেবা করব। কখনো কখনো মায়া ভুল কাজ করিয়ে দেয়, তার জন্য শ্রীমতে চলা ছেড়ে দেয় । তারপর যদি আবার স্মরণে আসে তাহলে শ্রীমতে চলা শুরু করে দেয়। এই সময় দুনিয়ায় রাবণ সম্প্রদায় রয়েছে । এই দেবতরা হলেন রাম সম্প্রদায় । রাবণ সম্প্রদায়রা রাম সম্প্রদায়ের কাছে মাথা নত করে। তোমরা তো জানো আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম । ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে করতে এখন কি হাল হয়েছে । এখন তো বাবা সবাইকে পুরুষার্থ করাচ্ছেন । না করলে অনেক অনুশোচনা করতে হবে, যদি আমরা ভগবানের শ্রীমতে না চলি । বাবা তো প্রত্যেক দিন বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা গাফিলতি করো না । সার্ভিস যারা করে তাদেরকে দেখছো তো কেমন ভালো ভাবে সার্ভিস করে । একজন ফার্স্ট গ্রেডে, আরেক জন সেকেন্ড গ্রেডে সার্ভিস করে । কিছু তো পার্থক্য থাকবে, তাই না । বাবা বাচ্চাদের সঠিক ভাবে বোঝাবেন। অজ্ঞান কালে বাবা(লৌকিক) চপেটাঘাতও (থাপ্পড়) করেন। এখানে এই বেহদের বাবা কত ভালবাসার সাথে বোঝান যে, নিজের উন্নতি করো । যেমন ভাবে হোক পুরুষার্থ করা

উচিত । বাবার খুব আনন্দ হচ্ছে কেননা , ৫০০০ হাজার বছর বাদে আবার বাচ্চাদের সাথে মিলিত হয়েছি। রাজযোগ শেখাচ্ছি । গান আছে না... সেই তোমরা আমিও সেই । তাইতো বাবাও বলেন তোমরা আমার সেই বাচ্চারা । এই সমস্ত কথা অন্য আর কেউ বুঝতে পারবে না । আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেকে সার্ভিসের যোগ্য বানাতে হবে । যাঁরা ভালো সার্ভিস (সেবা কাজ) করে তাঁদের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখতে হবে ।

২) তন- মন- ধনের দ্বারা সম্পূর্ণ সেবা করতে হবে। শ্রীমতে চলতে হবে, গাফিলতি করা চলবে না ।

বরদান :- বিশ্ব পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ কার্যে নিজের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে মহান ও নম্র ((নির্মাণ, humble) ভব

যেমন কোনো স্থূল জিনিস বানানোর সময় ওতে সব জিনিস মেশানো হয়, কোনো খুব ভালো খাবারের জিনিসে সাধারণ মিষ্টি বা নুন কম হয়ে গেলে তা আর খাবার যোগ্য থাকে না । সেই রকমই বিশ্ব পরিবর্তনের এই শ্রেষ্ঠ কার্যের জন্য এক একটি রত্নের বিশেষ প্রয়োজন হয় । সবার আঙ্গুল চাই, সবার নিজ- নিজ যোগ্যতা অনুযায়ীই হোক, কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজন । তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ মহারথী, এই জন্যই নিজের কার্যের শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যকে জানো, তোমরা হলে মহান আত্মা । কিন্তু যতটা মহান ততটাই বিনয়ী (নির্মাণ, Humble) হতে হবে ।

স্লোগান :- নিজের স্বভাব সরল বানাও তাহলে সব কার্য সহজ হয়ে যাবে ।